আজকের কাগজ

তারিখ 14 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

150

নির্বাচনী প্রচারণায় মুখরিত কুমিল্লার ৪টি কলেজ ক্যাম্পাস

খায়রুল আহসান মানিকঃ আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার ৪টি কলেজে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন কলেজগুলো হচ্ছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা মহিলা সরকারি কলেজ ও অজিত গুহ কলেজ।

কলেজ ক্যাম্পাসে ঝাঁক ঝাঁক তরুণ-তরুণী মিটিং-মিছিল করে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ হয়েছে। তাদের স্পন্দনে মুখরিত কলেজ ক্যাম্পাস। ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের প্রার্থীর সপক্ষে প্রচারণায় ব্যস্ত। এ প্রচারণা দেশের অন্য যে কোনো নির্বাচনী প্রচারণা থেকে ভিন্ন হলেও একে অপরের সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার কারণে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এ পর্যন্ত সন্ত্রাসের কালো ছায়া স্পর্শ করেনি।

শহরের চারটি কলেজে অনুষ্ঠিতব্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও ইসলামী ছাত্রশিবির প্যানেল দিয়েছে। বাম ধারার ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেবলমাত্র ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে প্যানেল দিয়েছে।

কুমিল্লা ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার বলে পরিচিত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে কুমিল্লার ছাত্র রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। বিগত স্বৈরাচার ও মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন ভূমিকা ছাত্রলীগকে বেশ এগিয়ে দিয়েছে। তাই এ কলেজে ছাত্রলীগের প্যানেল পুনঃ বিজয়ী হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে বিগত সময়ে প্রতিযোগিতার দৌড়ে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আভির্ভূত হলেও এবার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবে। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের অবস্থান বিগত দিনে ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ভালো থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে গোলাম আযম ইস্যু তাদের এ অবস্থানকে কিছুটা হলেও নড়বড়ে করে ফেলেছে। দীর্ঘদীন জাপার ছাত্র সংগঠন সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এ কলেজে পূর্ণ প্যানেল জমা দিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্বাচনের রায় তাদের পক্ষে না আসলেও এ কলেজে তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান অনেকটা সুদৃঢ় হবে। বাম ধারার ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শহরের ৪টি কলেজের মধ্যে শুধু ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে প্যানেল দিয়েছে। এ সংগঠনটি এ কলেজে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না আসলেও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান সুদৃঢ় করবে।

ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভিপি পদে মোট পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর আমিনুল ইসলাম শিকদার সিন্ট, বর্তমান ছাত্র সংসদের জিএস ছাত্রলীগ নেতা শ্যামল কুমার চন্দ্র স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে), ছাত্রদলের মোঃ শফিক খান, ছাত্রশিবিরের মোঃ মজিবুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের শফি রেজা নূর (স্বপন), সংগ্রামী ছাত্র সমাজের মোঃ আবুল হোসেন ভূইয়া।

জিএস পদে ছাত্রলীগের নূর-উর-রহমান মাহমুদ তানিম, ছাত্রদলের মোঃ হুমায়ন কবির, ছাত্রশিবিরের মোঃ এমদাদুল হক মামুন, সংগ্রামী ছাত্রসমাজের সফিকুল ইসলাম, ছাত্র ইউনিয়নের প্রহ্লাদ দেবনাথ (এটম)।

কুমিল্লা সরকারি কলেজে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া অন্য সংগঠনের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। কলেজটিতে ছাত্রলীগের প্রাধান্য বজায় থাকলেও ছাত্রদল তাদের অবস্থান ইতিমধ্যে সুদৃঢ় করেছে। এ কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও ছাত্রশিবির বিগত সময়ে এ কলেজে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় না করতে পারলেও এবার শক্তিশালী প্যানেল দিয়েছে।

এ কলেজে ভিপি পদে ছাত্রলীগের মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ছাত্রদলের মোঃ জসিম উদ্দিন, সংগ্রামী ছাত্রসমাজের শ্যামল কুমার দত্ত। জিএস পদে ছাত্রলীগের কামরুল ইসলাম (কামরুল), ছাত্রদলের মোঃ রেজাউল কাইয়ুম, সংগ্রামী ছাত্রসমাজের আবুল কালাম আজাদ।

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের প্যানেল বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগেও গত ৩ বার এ সংগঠনটি এ কলেজে সংসদ গঠন করেছে। ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রলীগ এখানে শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ও ছাত্রশিবির এ কলেজে প্যানেল জমা দিয়েছে।

এ কলেজে ছাত্রদলের ভিপি পদে মানজুমা শারমিন, ছাত্রলীগের রিমানা, সংগ্রামী ছাত্রসমাজের হাছিনা আক্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জিএস পদে ছাত্রদলের ভুলন, ছাত্রলীগের নাসরীন সুলতানা রুমা, ছাত্রসমাজের রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবস্থান সুদৃঢ়। বিগত ৪ বছর ধরে এ সংগঠনটি ছাত্র সংসদ প্রতিনিধিত্ব করছে এবারও তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ছাত্রলীগ ও ছাত্রসমাজ এ কলেজে সক্রিয়। ছাত্রদলের এনায়েত আকবর সেন্টু ভিপি ও শাকিল ইসলাম নাদির জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ছাত্রসমাজের মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ভিপি ও মোহাম্মদ সেলিম খান জিএস পদে এবং ছাত্রলীগের শ্যামল ভট্টাচার্যের ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা রয়েছে।